মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ১২২১

পর্ব-৪: সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ৩৩. প্রথম অনুচ্ছেদ - ক্বিয়ামুল লায়ল-এর প্রতি উৎসাহ দান

بَابُ التَّحْرِيْضِ عَلٰى قِيَامِ اللَّيْلِ

আরবী

وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقيل لَهُ مازال نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحَ مَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: «ذَلِكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ» أَو قَالَ: «فِي أُذُنَيْهِ»

বাংলা

১২২১-[৩] ’আবদুল্লাহ ইবনু মাস্’ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে এক লোক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। তাঁকে বলা হলো, লোকটি সকাল পর্যন্ত একটানা ঘুমিয়ে থাকে, সালাতের জন্যে উঠে না। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, এ লোকের কানে অথবা তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তার দু’কানে শায়ত্বন (শয়তান) পেশাব করে দিয়েছে। (বুখারী, মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : বুখারী ৩২৭০, মুসলিম ৭৭৪।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যে ব্যক্তিকে নিয়ে এ আলোচনা হচ্ছিল হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, আমি তার প্রকৃত নাম সম্পর্কে অবগত হতে পারিনি। রাতে সে উঠে ‘সালাত’ আদায় করে না। এই সালাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাতের সালাত তাহাজ্জুদ। আবার ফরয ‘ইশার সালাতও হতে পারে। এমনকি ফাজ্‌রের (ফজরের) সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। ফরয সালাত হওয়ার সম্ভাবনার স্বপক্ষে ইবনু হিব্বান-এর সহীহ সংকলনে একটি বর্ণনাও রয়েছে। কিন্তু প্রকাশ্য কথা দৃষ্টে মনে হয় এটা নৈশকালীন সালাত অর্থাৎ সালাতুত্ তাহাজ্জুদ, যা ইবনু মাজাহ, নাসায়ী প্রভৃতি গ্রন্থেও প্রমাণ বহন করে।

শায়ত্বন (শয়তান) তার কানে প্রস্রাব করে দেয়, এই কান বলতে বর্ণনাকারীর সন্দেহ এক কানেও হতে পারে, দুই কানেও হতে পারে। তবে বুখারীর এক বর্ণনায় শুধুমাত্র এক কানের কথা এসেছে। কানে পেশাব করার বিষয়টি বাস্তবেই হতে পারে। ইমাম কুরতুবী বলেন, অন্যভাবে অর্থাৎ রূপক অর্থেও হতে পারে। তবে বাস্তবে হওয়া তো অসম্ভব কিছু নয়, কেননা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, শায়ত্বন (শয়তান) খায়, পান করে, বায়ু নির্গত করে, বিবাহ করে সুতরাং তার পেশাব করার বাস্তবতায় কোন বাধা নেই। কেউ কেউ এর সম্ভাব্য তাবীল করেছেন যে, তাকে সালাত থেকে এমনভাবে গাফিল করে রাখা হয় যেন তার কানে পেশাব করে দেয়া হয়েছে ফলে সে আযানও শোনে না, মোরগের ডাকাও শোনে না।

ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন, ‘আরাবেরা ফাসাদ শব্দকে ‘বাওল’ উপনামে ব্যবহার করে থাকে। কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শায়ত্বন (শয়তান) নিদ্রিত ব্যক্তির কান এমনভাবে বন্ধ করে রেখে দিয়েছে যে, সে আযান ইক্বামাত কিছুই শুনতে পায় না। আল্লামা ত্বীবী বলেন, চক্ষু বা আরো অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকা সত্ত্বেও কানের কথা খাস করে বলা হয়েছে এ করণে যে, ভারী নিদ্রা হলে কান একেবারেই অচল হয়ে যায়। কানে কিছু শুনলেই তো সে জাগবে এবং সালাতে দাঁড়াবে। যেমন আল্লাহর বাণীঃ ‘আমি গুহায় আশ্রয় গ্রহণকারীদের কানের উপর নিদ্রা ঢেলে দিলাম।’ এখানে নিদ্রা বলতে অতীব ভারী নিদ্রা যাকে কোন শব্দই জাগাতে পারে না।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=55781

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন